দৈনিক সংবাদ
The New Nation
JUL 04

তারিখ 07 AUG 1986
পৃষ্ঠা 1 3

আজ সকল মেডিক্যাল কলেজে প্রতিবাদ সভা

মেডিক্যাল ছাত্রদের মিছিলে পুলিশের লাঠিচার্জে ৫০ জন আহত॥ ১৭ জন গ্রেফতার

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

গতকাল বুধবার কেন্দ্রীয় মেডিক্যাল ছাত্র ঐক্য পরিষদের মিছিলে পুলিশের দু'দফা লাঠি চার্জের ফলে প্রায় ৫০ জন ছাত্র আহত হয়েছে। মিছিল থেকে পুলিশ ১৭ জন ছাত্রকে গ্রেফতার করে।

সকাল ১০টায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে ৯টি মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রদের মহাসমাবেশ অনুষ্ঠানের পর একটি মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকায় অবস্থিত স্বাস্থ্য পরিদপ্তরের দিকে যাচ্ছিল। কেন্দ্রীয় মেডিক্যাল ছাত্র ঐক্য পরিষদের পক্ষ থেকে তাদের ৬-দফা দাবীর ব্যাপারে স্বাস্থ্য পরিদপ্তরে মহাপরিচালকের কাছে একটি স্মারকলিপি পেশ করার কর্মসূচী ছিল।

বেলা সাড়ে ১১ টার দিকে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে পুলিশ মিছিলটি বাধা দেয়; কিন্তু ছাত্ররা পুলিশের বাধা অগ্রাহ্য করে এগিয়ে যায়। তোপখানা পুলিশ বক্স-এর কাছে পুলিশ পুনরায় বাধা দেয় এবং লাঠিচার্জ ও ৪ জন ছাত্রকে গ্রেফতার করে। কিন্তু ছত্রভঙ্গ ছাত্ররা স্বাস্থ্য পরিদপ্তরের সামনে সমবেত হয়ে স্মারকলিপি দেয়ার উদ্যোগ নেয়। এখানে পুনরায় পুলিশ লাঠিচার্জ করে এবং বেশ কিছু ছাত্রকে গ্রেফতার করে। পুলিশের লাঠিচার্জের ফলে ছাত্ররা স্বাস্থ্য পরিদপ্তরের মহাপরিচালকের কাছে স্মারকলিপি পেশ করতে পারেনি।

বি আর টি সি বাসে অগ্নিসংযোগ

বেলা পৌনে ১টায় বিক্ষুব্ধ মেডিক্যাল ছাত্ররা কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের সামনে একটি বি আর টি সি বাসে (ঢাকা-চ ২১৭০) আগুন লাগিয়ে দেয়। বেলা আড়াইটার দিকে দমকল বাহিনী আগুন নিভিয়ে বাসটি নিয়ে যায়।

মহাসমাবেশ

আমাদের মেডিক্যাল রিপোর্টার জানান, গতকাল বুধবার কেন্দ্রীয় মেডিক্যাল ছাত্র ঐক্য পরিষদের আহ্বানে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের পাদদেশে ৯টি মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীর এক মহাসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রীয় মেডিক্যাল ছাত্র ঐক্য পরিষদের যুগ্ম আহ্বায়ক আবদুল আলী মানুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ছাত্রনেতা আহসান হাবীব

(শেষ পৃ: ৭-এর ক:র:)

১৭ জন গ্রেফতার

(১ম পাতার পর)

আবদুল মতিন, মঈনুল হক বেলাল আজিজুর রব, আফতাব ইউসুফ রাজ, গোলাম রাব্বানী, আমিনুল ইসলাম প্রমুখ।

বক্তারা তাঁদের ছয়দফা দাবীকে জনগণের দাবী বলে উল্লেখ করে বলেন, তারা জনগণের স্বাস্থ্য সুনিশ্চিত করার জন্য গ্রামে-গঞ্জে যেতে চান, ইরানে বা সৌদী আরবে নয়। তারা সম্প্রতি প্রকাশিত সরকারী প্রেসনোটকে জনস্বার্থ বিরোধী বলে উল্লেখ করেন এবং বলেন, এর দ্বারা 'স্বাস্থ্যকে' বেসরকারী খাতের একটি পণ্যে রূপান্তরিত করার ষড়যন্ত্রই বাস্তবায়নের চেষ্টা চলছে। তাঁরা ১৮ই জুনের ঘোষণা প্রত্যাহারের দাবী জানান।

বক্তারা চলতি বছরের স্বাস্থ্য বাজেটের সমালোচনা করে বলেন, এর ফলে জনগণকে শুধু ধোঁকাই দেয়া হচ্ছে, কারণ বাহ্যত বাজেটে অর্থ বরাদ্দ বাড়লেও এর সিংহভাগই ব্যয়িত হবে উপজেলা কমপ্লেক্স ও পরিবার পরিকল্পনা খাতে।

পরবর্তী কর্মসূচী

ছাত্রদের গ্রেফতার ও পুলিশের নির্যাতনের প্রতিবাদে কেন্দ্রীয় মেডিক্যাল ছাত্র ঐক্য পরিষদ বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। এসব কর্মসূচীর মধ্যে রয়েছে আজ বৃহস্পতিবার সকল মেডিক্যাল কলেজে প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠান, ক্লাস বর্জন ও অধ্যক্ষের কার্যালয় ঘেরাও, গ্রেফতারকৃত ছাত্রদের মুক্তি না দেয়া পর্যন্ত সকল মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র ও চিকিৎসকদের কালো ব্যাজ ধারণ এবং আগামী ৯ই আগষ্ট শনিবার মেডিক্যাল কলেজসমূহ ও ঢাকা শহরের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট।

ঐক্য পরিষদের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে মিছিলের ওপর পুলিশের হামলা, নির্যাতন ও গ্রেফতারের নিন্দা করে বিনাশর্তে গ্রেফতারকৃত ছাত্রদের মুক্তি দেয়ার দাবী জানানো হয়েছে। পরিষদ মেডিক্যাল ছাত্রদের ৬ দফা মেনে নিয়ে সমস্যার সমাধান করার জন্য সরকারের প্রতি দাবী জানিয়েছে।

বিভিন্ন মহলের নিন্দা

মেডিক্যাল ছাত্রদের মিছিলের ওপর হামলা এবং ছাত্র গ্রেফতারের নিন্দা জানিয়ে বিভিন্ন সংগঠন গতকাল বিবৃতি দিয়েছে।

বাংলাদেশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের বিবৃতিতে গ্রেফতারকৃত ছাত্রদের অবিলম্বে মুক্তির দাবী জানিয়ে আশা প্রকাশ করা হয় যে, দমননীতির পথ পরিহার করে সরকার আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে এগিয়ে আসবেন।

মেডিক্যাল ছাত্রদের ওপর হামলা ও নির্যাতনের প্রতিবাদে এবং গ্রেফতারকৃতদের মুক্তির দাবীতে কেন্দ্রীয় ইনসার্ভিস ট্রেইনী চিকিৎসক পরিষদ আজ সকাল ১০টা থেকে ২টা পর্যন্ত ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ইনসার্ভিস ট্রেইনী ডাক্তারদের ধর্মঘট আহ্বান করেছে।

সিপিবি'র অন্যতম সম্পাদক জনাব ওসমান গনি এক বিবৃতিতে অভিযোগ করেছেন, ছাত্ররা যখন তাদের দাবী নিয়ে আন্দোলন করছে তখন কর্তৃপক্ষ তা বিবেচনা না করে দমননীতি গ্রহণ করছে।

দমননীতি পরিহার করে আলোচনার মাধ্যমে মেডিক্যাল ছাত্রদের ৬ দফার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার দাবী জানিয়ে বিবৃতিদাতাদের অন্যরা হচ্ছে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের উভয় অংশ, বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন, বাংলাদেশ ছাত্রলীগ (সু-র), জাতীয় ছাত্রলীগ, ছাত্রলীগ (চি-মো), সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট, জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল, ছাত্রলীগ (র-র), ইসলামী ছাত্র শিবির (সুলতান) এবং সন্ধানী।

সরকারী প্রেসনোট

গতকাল গভীর রাতে স্বাস্থ্য ও পরিবার-পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় নিম্নোক্ত প্রেসনোট ইস্যু করে:

গত কিছুদিন ধরে দেশের বিভিন্ন মেডিক্যাল কলেজে মেডিক্যাল ছাত্রদের প্রতিনিধিত্বকারী সংস্থা হিসেবে দাবীদার সংস্থা মেডিক্যাল ছাত্র ঐক্য পরিষদ মেডিক্যাল শিক্ষা সমাপ্ত হওয়ার সাথে সাথেই সরকারী চাকরির জন্যে প্রতিশ্রুতি আদায়ের লক্ষ্যে বিক্ষোভ করছে বলে জানা গেছে। গতকাল বেলা ১২ টার দিকে ঐক্য পরিষদের নেতৃত্বে একদল মেডিক্যাল ছাত্র মিছিল সহকারে স্বাস্থ্য সার্ভিস মহাপরিচালকের দপ্তর ঘেরাও করার উদ্দেশ্যে যায়। উক্ত দপ্তরটি মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকার মিছিল নিষিদ্ধ এলাকায় অবস্থিত। মতিঝিল এলাকায় কর্তব্যরত আইন প্রয়োগকারী সংস্থার লোকজন মিছিলকারীদেরকে মহাপরিচালকের কাছে দেয় স্মারকলিপিটি তাদের হাতে দেয়ার পরামর্শ দেয় এবং তাদের পরামর্শ অনুযায়ী স্বাস্থ্য সার্ভিসের একজন উপ-পরিচালক স্মারকলিপিটি গ্রহণের জন্যে অফিসের বাইরে আসেন এবং এ ব্যাপারে আলোচনার জন্যে মিছিলকারীদের আহ্বান জানান। এই পর্যায়ে মিছিলকারীরা উচ্ছৃংখল ও বেপরোয়া হয়ে উঠে। তারা পুলিশ বেষ্টনি ভেঙ্গে ফেলে। তাদের কেউ কেউ জোর করে অফিসে ঢুকে পড়ে এবং অন্যরা ইটপাটকেল ছুড়তে শুরু করে। আইন প্রয়োগকারী সংস্থা তাদের ছত্রভঙ্গ করার জন্যে লাঠিচার্জ করে। কিছুসংখ্যক উচ্ছৃংখল মিছিলকারীকে গ্রেফতার করা হয়। পরবর্তী পর্যায়ে কিছুসংখ্যক উচ্ছৃংখল মেডিক্যাল ছাত্র ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের সামনে বিআরটিসি'র একটি বাস পুড়িয়ে ফেলে। বাসটি সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হয়ে যায় এবং উচ্ছৃংখল ছাত্ররা আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও দমকল বাহিনীর লোকজনকে আগুন নেভানোর কাজে বাধা দেয়। ঘটনাস্থল থেকে আরো কিছু ছাত্রকে গ্রেফতার করা হয়। এ দু'টি ঘটনায় প্রায় ২০ লাখ টাকার সরকারী সম্পত্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।